দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 JUN.1987

পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪

উপজেলা পরিক্রমা

শ্রীপুর

মাগুরা, ৬ জুন (সংবাদদাতা)।— মাগুরা জেলার একটি অবহেলিত জনবহুল এলাকার নাম শ্রীপুর। জেলা সদর থেকে ১৩ কিলোমিটার উত্তরে এই উপজেলা অবস্থিত। ৬৮·১৭ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট এই উপজেলা ৮টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। লোকসংখ্যা ১ লাখ ২১ হাজার ২শ' ৪৭ জন। ১৬২টি গ্রাম এ উপজেলার অন্তর্গত। শতকরা ৬৫ ভাগ লোক রয়েছে দরিদ্র সীমার নীচে।

যোগাযোগ

শ্রীপুর উপজেলার রাস্তা-ঘাটের অবস্থা শোচনীয়। এই উপজেলায় ২০ মাইল পাকা রাস্তা, এইসবিবি ১০ মাইল, থানা পরিষদের কাঁচা রাস্তা ১৬০ মাইল ও নদী পথ রয়েছে ৪০ মাইল। কাঁচা রাস্তাগুলো বর্ষাকালে চলাচলের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়ায় উপজেলা সদরের সাথে ইউনিয়নগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বিছিন্ন হয়ে পড়ে।

কৃষি

এ উপজেলার শতকরা ৯৫ জন লোকই কৃষিজীবী। উপজেলায় ৪৩ হাজার ৬শ' ২৯ একর জমি রয়েছে। আবাদী জমির পরিমাণ ৩২ হাজার ৬শ' ৮০ একর। পানি উন্নয়ন বোর্ডের গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্পের উদাসীনতা, হালের বলদের অভাব, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উন্নত চাষাবাদের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় ও প্রাকৃতিক কারণে ১০ হাজার ৯শ' ৪৯ একর জমি অনাবাদী থাকে।

শিক্ষা

শ্রীপুর উজেলায় শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে অনুকরণীয়। এখানে ১টি কলেজ, ১১টি উচ্চ বিদ্যালয়, ২টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ৪টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪টি মাদ্রাসা, ৫০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। শ্রীপুর উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংকট, স্কুল গৃহের দরজা-জানালা জরাজীর্ণ, খেলাধুলার সরঞ্জাম ও পানীয় জলের অভাব। চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ডসহ আসবাবপত্রের সংকট রয়েছে। উপজেলায় শিক্ষিতের হার শতকরা ২৯·৩২।

চিকিৎসা

চিকিৎসা সংকটের ফলে উপজেলাবাসী সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উপজেলায় ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকল্পের হাসপাতাল, ৮টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। প্রয়োজনীয় ওষুধ, আসববাবপত্র, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা সামগ্রীর অভাব রয়েছে।

বিদ্যুৎ

এ উপজেলায় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের দরুন জনগণকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। লোডশেডিং-এর জন্য নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে না, ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য কলকারখানায় উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটছে।

হাট-বাজার

এই উপজেলায় ১২টি হাট-বাজার রয়েছে। এর মধ্যে লাঙ্গল বাঁধ অন্যতম বাজার। উপজেলার হাট-বাজারগুলো থেকে নিয়মিত টোল আদায় করা হলেও প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হয় না। হাট-বাজারগুলোর অবস্থা শোচনীয়।